যুগান্তর

তারিখ ... 8 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সময়ের শিক্ষায় পিছিয়ে মাদ্রাসা

মঈন চিশতি

কওমি মাদ্রাসাকে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের একান্ত নিজেদের মাদ্রাসা মনে করে বলেই তাদের কষ্টার্জিত দান-দক্ষিণা, মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। এখনও মনে করা হয়, কওমি মাদ্রাসাগুলোই প্রকৃত দীনি ইলম শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু ২০০৬ সালের আগস্টের ১৭ তারিখে দেশব্যাপী বোমা হামলার পর দেশের জনগণ কওমি মাদ্রাসার প্রতি সন্দেহের নজরে তাকাতে লাগল। তাহলে কি সেখানে একপেশে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২য়-৫ম শ্রেণীর ভূগোল ও সমাজ বিষয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এসব শ্রেণীর ভূগোল ও সমাজ পাঠের ৫ম অধ্যায়ে 'দেশ ও জাতি গঠনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান' শিরোনামে শুধু মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাধান্য তুলে ধরে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে খাটো করা হয়েছে। ইসলামী মূল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামের মূল শিক্ষা হল, যার যার অবদানকে স্বীকার করে নেয়া। বদরের যুদ্ধে আরবের দানবীর হাতেম তাঈ'র কন্যা বন্দি হয়েছেন শুনে মানবতার মহান নবী মোহাম্মদ (সা.) হাতেম তাঈ'র দানের কথা স্মরণ করে তার কন্যাকে সসম্মানে মুক্তি দেন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আলেম-উলামাদের অংশগ্রহণ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এমনকি এ দেশের আদিবাসী হিন্দুরাও যে তাদের সহযোগী ছিল সে কথার উল্লেখ না থাকার কারণে শিশুদের চিন্তা-চেতনা একপেশে হয়ে যাচ্ছে। অথচ কে না জানে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের বারুদ জ্বলে উঠেছিল। দাঁতে টানা বন্দুকের কার্তুজে শুকর আর গরুর চর্বি মিশানোর কথা শুনে ব্রিটিশ বাহিনীর হিন্দু-মুসলিম সৈন্যরা শপথ ত্যাগ করে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দিয়ে স্লোগান দিয়েছিল— 'দস্তরে সিপাহি, মুলুকে পাদশাহী, হুকুমতে ইলাহী।' (সিপাহিদের দস্তর, বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের রাজত্ব মহান আল্লাহর হুকুমে চলবে) চতুর ব্রিটিশ বাহিনী সুকৌশলে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে বিদ্রোহ নাম দিয়ে হাজার হাজার বিপ্লবীকে হত্যা করে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়। আজও রেঙ্গুনের বাদশাহর সমাধি সৌধে লেখা— 'কিতনা বদ নসিব হ্যায় জাফর, আপনি মুলক মে দাফন কে লিয়ে দু'গজ জমি না মিলি' (কত হতভাগা তুমি জাফর, আপন দেশে দাফনের জন্য দুই গজ মাটিও পেলে না) মৃত্যুর আগে স্বভাব কবি বাহাদুর শাহ জাফর কাঠ-কয়লা দিয়ে তার প্রিজন সেলে লিখে রেখে ছিলেন উপরের পঙ্‌ক্তিটি ; ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বার্মা সফরকালে দিল্লির সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধিসৌধ পরিদর্শনে গিয়ে কবরের এপিটাফে এ পঙ্‌ক্তি দেখে অশ্রুসজল নয়নে ভিজিটর বুকে লিখে আসেন— 'তেরি কোরবানি সে উঠি আজাদি কি আওয়াজ' (হে মহান বাদশাহ, আপনার মহান ত্যাগের বিনিময়ে ভারতে স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল।) এ ঘটনা প্রমাণ করে, যে কোন সংগ্রামে দেশের সব জনগোষ্ঠীরই অংশগ্রহণ ছিল, তা খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

একই বইয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে যতটা হাইলাইট করা হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমাদের শোষণ—শাসনের কথা '৫২ এবং '৭১-এর জুলুম-নির্যাতনের কথা সেভাবে তুলে ধরা হয়নি।

প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি-৪টি ভাষায় সমান তালে পড়ান হয়। কোমলমতি শিশুরা বুঝতে পারে না তাদের জন্য কোন ভাষাটি বেশি প্রয়োজনীয়। মাতৃভাষা ছাড়া ওই বয়সে আরও ৪টি ভাষা আয়ত্তে আনা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

গভীরভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে বই-পুস্তক পড়ান হয় তা দায়সারাভাবে ছাপান। প্রমিত বানান রীতিবহির্ভূত দক্ষ সম্পাদনার অভাবও ওইসব বই-পুস্তকে প্রকট। কওমি প্রাইমারিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে সাধারণ শিক্ষা বা আলিয়া নেসাবে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অনেকেই ভর্তি পরীক্ষায় টিকে না। কোনরকম ভর্তি হতে পারলেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না।

নবম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণীতে আরবি সাহিত্য ফিকাহ, উসুল, বালাগাত ইত্যাদির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হলেও এসব শ্রেণীতে বাংলা, অংক ইংরেজি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির কোন পাঠ্যবই নেই। আরবি শিক্ষার প্রতি অত্যাধিক জোর দেয়া সত্ত্বেও বিষয়াধিক্যে অধিকাংশ ছাত্রই আরবি সাহিত্যে

[illegible]

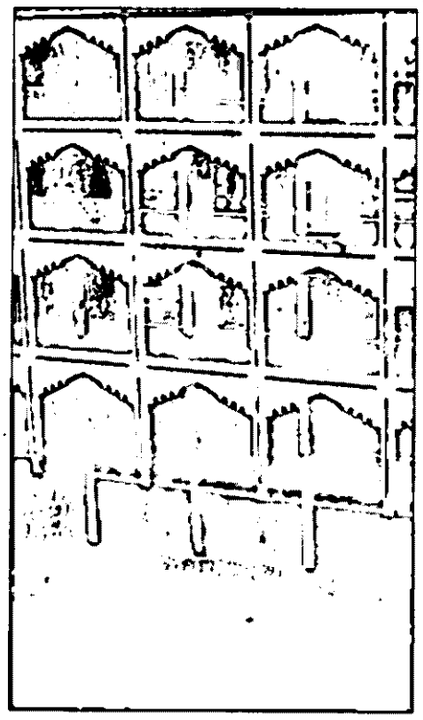

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমনকি প্রচলিত আরবি ভাষায় দুর্বল থেকে যায়।

তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে ফজিলত বা ১৩শ শ্রেণীতে অর্থনীতির ও রাষ্ট্রনীতির তেমন একটা ধারণা হয় না। দীর্ঘদিন মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষায় পড়াশোনা করেও ইসলামী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অপরিপক্ব থেকে যায়।

হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব 'আল হিদায়া' এর কিতাবুল বুয়ু বা ব্যবসা অধ্যায়ের সঙ্গে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সমন্বয় দেখান হয় না। বর্তমান ইসলামী পণ্ডিত ড. ওমর চোপরা, আল্লামা ইউসুফ, কারজাভী ড. ইকবাল, মাও. মওদুদী, মাও. আবদুর রহিমের মতো চিন্তাবিদদের রচনাবলী থেকে রাজনৈতিক হীনমন্যতার কারণে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।